কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়

কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়

মূল:

ইমাম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

ও

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ:

ইব্রাহিম বিন হাসান

ওয়াসিম আকরাম

সম্পাদনায়:

আব্দুল বারী বিন সোলায়মান

সার্বিক দিক-নির্দেশনায়

জুয়েল মাহমুদ সালাফি

আলোকিত প্রকাশনী

কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়

মূল:
ইমাম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)
ও
ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
আলোকিত প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৭-৩৭০৭২৭, +৮৮ ০১৭৫৫-১৬০৫৭৫

অনলাইন পরিবেশক
আলোকিত বই বিতান, নিউলেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া) www.rokomari.com, www.wafilife.com, www.alokitoboibitan.com, ikhlasstore.com, Sunnah Bookshop, Ummahbd.com, Anaaba books.

গ্রন্থসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

মুদ্রিত মূল্য: ১৪৫ [একশত] টাকা মাত্র

DO'S AND DON'TS WHEN VISITING GRAVES by Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (R) and Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen (R), Translated into Bengali by Ibrahim bin Hasan & Wasim Akram, Edited by Abdul Bari bin Sulayman, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. +88 01747 370727 Price 145 BDT, 5 USD Only.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	০৭
অনুবাদকদ্বয়ের সম্ভাষণ	০৮
কবর যিয়ারতের শরীয়তস্বীকৃত ও শরীয়তবর্জিত নীতিমালা	১১
কবর যিয়ারত ও মৃতব্যক্তিদের ওয়াসীলা বানানোর হুকুম	১৯
কবর যিয়ারতের শরীয়তস্বীকৃত পদ্ধতি	২৩
কবর কেন্দ্রিক শিরকসমূহ	২৮
মৃতব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা ও চাওয়ার বিধি-বিধান	৪১
কবরের ওপর মাজার তৈরি সম্পর্কে	৪৫
কবরের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা এবং কবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা	৫১
মৃতব্যক্তির দ্বারা বরকত হাসিল করা সম্পর্কে	৫৪
অলী-আউলিয়াদের কবর যিয়ারত করার হুকুম	৫৫
মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করা সম্পর্কে	৬১
কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা সম্পর্কে	৬৫
কবরের মাধ্যমে বরকত চাওয়া এবং তার চতুর্পার্শ্ব তাওয়াফ করা সম্পর্কে	৬৭
কবর তাওয়াফ করা এবং কবরবাসীদের কাছে দোয়া করা	৭০
কবরের মাধ্যমে বরকত চাওয়া এবং তার জন্য মানত করা	৭৭
মসজিদে নববীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন করার দলিল গ্রহণ করা ব্যক্তিরা	৭৮
যে ব্যক্তি নিজেকে মাসজিদের মধ্যে দাফনের জন্য অসিয়ত করে	৮০
কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করা	৮০
মসজিদের মধ্যে মৃতব্যক্তিদের দাফন করা	৮১
কবর থাকা মাসজিদে সালাত আদায় করা	৮২

"(لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না)" হাদীসের উদ্দেশ্য ৮২
কবর আলোকিত করা ৮৪
গোরস্থানে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা ৮৫
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ৮৬
মু'আয বিন জাবাল মসজিদ যিয়ারত করা ৮৭
মৃতব্যক্তিকে কবর দিয়ে পরবর্তীতে তার লাশ উঠানো ৮৯
কবরের পাশে একত্রিত হওয়া এবং কুরআন তেলাওয়াত করা ৯১
মৃতব্যক্তিদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত উৎসর্গ করা ৯৩
কবরের কাছে কুরআন পাঠ এবং তার কাছে দু'আ করা ৯৫

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ স.-এর উপর। 'কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়' শীর্ষক পুস্তকটি উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলন। কবর যিয়ারতকে কেন্দ্র করে বহু শিরক, বিদআত, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কার্যকলাপ পাক-ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে আছে। যার কারণে মানুষ ধর্ম পালন করতে গিয়ে অধর্মের মধ্যে পতিত হচ্ছে। এর পিছনে মৌলিক কারণ হল, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা। তাই এ বিষয়ে মানুষের কাছে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দিতে এই ধরনের একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায ও শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উছায়মীন (রহ.) কর্তৃক রচিত এবং স্নেহের ছোট ভাই ইব্রাহিম বিন হাসান ও ওয়াসিম আকরাম কর্তৃক অনূদিত এই বইটি সেই জায়গা অনেকাংশেই পূরণ করবে ইনশা-আল্লাহ। স্নেহের ছোট ভাইদের এমন সফল কর্ম দেখে হৃদয়টা আমার সত্যিই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। সম্পূর্ণ অনুবাদ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। অনুবাদে সহজ-সাবলীল ভাষায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা লক্ষণীয়। মূলভাব ঠিক রেখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য উপযোগী করে তারা বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটি পাঠে একজন পাঠক যেমন কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে, তদ্রূপ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণা ও রসম-রেওয়াজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার প্রেরণাও পাবেন। তাই বইটি শুধু সাধারণ মুসল্লী নয়; বরং ইমাম, খতীবসহ জ্ঞানপিপাসু সকলের কাছে সহায়ক পুস্তক হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মুহাদ্দিছ, মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা
সাবেক মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

অনুবাদকদ্বয়ের সম্ভাষণ

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদের ইসলাম, ঈমান ও হিদায়াতের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি।

মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য ও সুনিশ্চিত অধ্যায় হলো— মৃত্যু। মৃত্যুর পরে একজন মুমিনের সঙ্গে সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো "কবর যিয়ারত"। ইসলামে এর একটি বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ রূপ রয়েছে, যেটা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে পালন করেছেন এবং উম্মতকে তার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আজকের সমাজে এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বহু কুসংস্কার, বিদআত ও অনৈসলামিক আচরণ। "(কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়)" শীর্ষক এই বইটি মূলত কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি, ইসলামি আদব ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলির ওপর একটি মূল্যবান সংকলন।

মূল গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর সৌদি আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমামাইন– ফাকীহ, শাইখুল ইসলাম, আল্লামাহ, ইমাম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক লিখিত "(মাজমুউ ফাতওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাব্বিআহ)", এবং সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ, শাইখুল ইসলাম আল্লামাহ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক লিখিত "(মাজমুউ ফাতওয়া ওয়া রাসায়িলু ফাজিলাতুশ শাইখ ইবনে উসাইমীন)" গ্রন্থদ্বয় থেকে "(কবর যিয়ারতে করণীয় ও বর্জনীয়)" সম্পর্কিত মাসআলাগুলো বাছাই করে সংকলিত, যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত। গ্রন্থটিতে প্রথম অর্ধেক মাসআলা শাইখ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বই থেকে নেওয়া এবং শেষ অর্ধেক

ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বই থেকে নেওয়া। শাইখ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বই থেকে থেকে মাসআলাগুলো উল্লেখ করার পর হুবহু ওই মাসআলাগুলোই শাইখ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বই থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো— প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ পড়তে গিয়ে একই রকম বিষয় দেখে ধোঁয়াশায় যেন না পড়ে। গ্রন্থটি একটি সময়োপযোগী প্রয়াস। এতে কবর যিয়ারতের পদ্ধতি, আদব ও বিধানসমূহ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে যেসব কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না, সেগুলোও যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর আমাদের উদ্দেশ্য একটাই— প্রিয় পাঠকগণ যেন সঠিক জ্ঞান লাভ করে কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে শরীয়তের পথ অনুসরণ করতে পারে এবং গোমরাহি ও বিদআতের ধোঁয়াশা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

তাই বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এটি অনুবাদ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। অনুবাদের সময় যথাসম্ভব মূল টেক্সট ঠিক রেখে সহজ, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, যেন সাধারণ পাঠকরাও তা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। তবে কোথাও অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি থেকে থাকলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী এবং প্রিয় পাঠকদের কাছে সংশোধনের সদয় পরামর্শ কামনা করি।

পরিশেষে, আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কবর যিয়ারতের সুন্নতি পদ্ধতি অনুসরণের তাওফীক দান করুন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন— আমীন।

রবের মুখাপেক্ষী বান্দাদ্বয়—
ইব্রাহিম বিন হাসান
ওয়াসিম আকরাম

قال رسول الله ﷺ :

« زوروا القبورَ ؛ فإِنها تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ »

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।’ (সহীহ মুসলিম: ৯৭৬)

কবর যিয়ারতের শরীয়তস্বীকৃত ও শরীয়তবর্জিত নীতিমালা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর।

শরীয়তের আলোকে কবর যিয়ারতের সুন্নাতী পদ্ধতি-

যিয়ারত শব্দের অর্থ সাক্ষাত করা, দেখা করা, বেড়ান (visit, call) ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে মৃত্যুকে স্মরণ ও তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়াকে যিয়ারত বলা হয়।

সবকিছু অনিশ্চিত হলেও আপনার আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দু'টির কোনটির ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। আল্লাহর হুকুমেই জন্ম হয়। আল্লাহর হুকুমেই মৃত্যু হয়। কখন হবে, কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তা কারো জানা নেই। জীবনের সুইচ তাঁরই হাতে, যিনি জীবন দান করেছেন। সুতরাং জাগতিক জীবনের মূল্যহীনতা প্রসঙ্গে ধারণা ও উপদেশ গ্রহণ, মৃত্যু, আখিরাত বা পরকালকে স্মরণ এবং মৃতব্যক্তির জন্য দোআ করার উদ্দেশ্যে মহিলা ব্যতীত শুধু পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব।

এর দ্বারা মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ হয়। কবরের আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়, হৃদয় বিগলিত হয়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই কেবল কবর যিয়ারত অনুমোদিত। কিন্তু কবর যিয়ারত করতে গিয়ে সেখানে এমন কথা বলা হবে না, যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। যেমন, মৃতব্যক্তির নিকট কিছু প্রার্থনা করা, তার কাছে কিছু চাওয়া, তার মিথ্যা প্রশংসা করা, সে জান্নাতী বলে পাক্কা ধারণা

কবর যিয়ারত ও মৃতব্যক্তিদের ওয়াসীলা বানানোর হুকুম

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের ওপর বর্ষিত হোক।

কবর যিয়ারত করা এবং মৃত ব্যক্তিদের ওয়াসীলা বানানোর হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে বলা হয়:

যদি মৃত ব্যক্তিদের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা পশু জবাই, মানত করা, সাহায্য প্রার্থনা করা ও আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে আহ্বান করার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা হয়, তবে এটি বড় শিরক। অনুরূপভাবে তাদের নাম দেওয়া অলী-আউলিয়াদের ওপর বিশ্বাস করে অনেক ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন তারা বিশ্বাস করে থাকে যে তাদের অলী-আউলিয়াগণ উপকার বা অপকার করতে পারে। তারা তাদের ডাকলে তারা সাড়া দেই ইত্যাদি; এগুলো হলো বড় শিরক। অলী-আউলিয়াগণ জীবিত হোক কিংবা মৃত। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন-আমীন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মুশরিকরা লাত, উযযা ও মানাত নামক মূর্তি ও অন্যান্য উপাস্যদের সাথে যেরূপ ইবাদাত করত; বর্তমান সময়ের কবর যিয়ারত ঠিক একই রকম। তাদের ইবাদাতের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই।

তাই মুসলিম রাষ্ট্রে শাসক ও আলেম-ওয়ালামাদের ওপর আবশ্যক হলো এ গুলো প্রতিহত করা। মানুষকে আল্লাহর শরীয়তস্বীকৃত জরুরী বিধানাবলী সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া এবং এই ধরনের শিরক থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। অনুরূপভাবে কবরের উপরে থাকা গম্বুজগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কারণ এগুলো ফিতনা ও শিরকের মাধ্যম। তাই এগুলো হারাম। কেননা

কবর কেন্দ্রিক শিরকসমূহ

প্রশ্ন (২): অনেক ইসলামী সমাজে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড বিরাজমান। তন্মধ্যে কতগুলো কবরকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। কিছু আবার কসম ও মানত করার সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য এই শরীয়তবিরোধী কাজগুলোর মাঝে তারতম্য রয়েছে। এর মাঝে কিছু বড় শিরক রয়েছে। যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আবার কিছু ছোট শিরক রয়েছে। যা ইসলাম থেকে বের করে না। অনুগ্রহপূর্বক যদি বিস্তারিত এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতেন। পাশাপাশি এই ছোট শিরক-কে হালকা ও তুচ্ছ মনে করার প্রতি সাধারণ মুসলিমদের সতর্কতাধর্মী উপদেশের প্রয়োজন মনে করছি।

উত্তর: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। স্বালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের ওপর বর্ষিত হোক।

কবর কেন্দ্রিক শিরক ও বিদআতসমূহ এবং এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী, তা অনেক মানুষেরই কাছে অস্পষ্ট থাকে। যেমন, অনেকে মূর্খতা ও অন্ধ তাক্বলিদের কারণে বড় শিরক করে থাকে। তাই আলেম-ওলামাদের কর্তব্য হলো– সব জায়গাতে মানুষের কাছে তাদের ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল এবং তাওহীদ ও শিরক স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। একইভাবে আলেম-ওলামাদের কর্তব্য হলো– মানুষের কাছে শিরক সংঘটিত হওয়ার রাস্তাসমূহ ও তাদের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বিদআতগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরে সতর্ক করা। যাতে করে তারা সতর্ক থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.

আর যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন ঐসকল লোকদের, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল এই মর্মে যে– অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' (সূরা ইমরান: ১৮৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

মৃতব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করা ও চাওয়ার বিধি-বিধান

প্রশ্ন (৩): কিছু অজ্ঞ মানুষ কবরবাসীদের কাছে সাহায্য ও ফরিয়াদ করে, তাদের কাছে সুস্থতা কামনা করে এবং তাদের শত্রুদের উপর সাহায্য চাই; অনেক দেশে এগুলো দেখতে পাওয়া যায়, এগুলোর হুকুম কী?

উত্তর: বিসমিল্লাহি ওয়াল-হামদু-লিল্লাহি। এগুলো বড় শিরক। এগুলো কুরাইশ ও অন্যান্য আরো যারা রয়েছে তাদের মধ্যে হতে প্রথম যুগের মুশরিকদের শিরক। তারা মূলত লাত, উযযা, মানাত ও অনেক মূর্তির ইবাদাত করতো, তাদের কাছে ফরিয়াদ করত ও শত্রুদের ওপর তাদের কাছে সহায়তা চাইতো। যেমন আবু সুফিয়ান উহুদের যুদ্ধে বলেছিল: لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُم অর্থাৎ 'আমাদের জন্য উযযা রয়েছে, তোমাদের কোনো উযযা নেই।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের বললেন যে, তোমরা তাকে বল: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের সহায়তাকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সহায়তাকারী বন্ধু নেই।' তখন আবু সুফিয়ান বললেন: أُعْلُ هُبَلْ অর্থাৎ 'জয় হুবাল।' এখানে উদ্দেশ্যে হলো: হে হুবাল! তোমার জয়। মক্কাতে কুরাইশগণ একটি মূর্তির ইবাদত করতো, যাকে হুবাল বলা হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: أَجِيبُوهُ 'তোমরা তার উত্তর দাও।' ফলে সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কী বলবো? তখন তিনি বললেন: তোমরা বলো: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ 'আল্লাহ সুমন্নত ও সুমহান।'

এগুলো থেকে উদ্দেশ্য হলো যে, মৃত ব্যক্তি, মূর্তি, পাথর, গাছ কিংবা আরো যেকোনো সৃষ্টিকুলের কাছে দোয়া করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য জবাই করা, মানত করা কিংবা তাওয়াফ করা ইত্যাদি; এগুলো সব বড় শিরক। কারণ এগুলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত করা এবং সর্বপ্রথম ও শেষ যুগের মুশরিকদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

কবরের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা এবং কবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা

প্রশ্ন (৫): কবরের পার্শ্ব তাওয়াফকারী ও কবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে কেউ বলেছেন: নিঃসন্দেহে কোন মতভেদ ছাড়াই এটি একটি শিরক। তবে এই ব্যক্তির তাওহীদের বিষয়াবলি না জানা থাকলে, তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে।

আবার অন্য কেউ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে ফরিয়াদ করে, সে কাফের। তাওহীদের বিষয়াবলি না জানার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হ্যাঁ, দ্বীনের শাখাগত বিধি-বিধান তথা ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে না জানার ওযর গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

প্রশ্ন হলো উভয়ের মধ্যে কার মত সঠিক এবং কার মত ভুল?

উত্তর: দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। এক্ষেত্রে কোন আপত্তি বা কারণ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এগুলো হলো ইসলামের মৌলিক ও মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী। এটি এমন একটি বিধান, যার দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বালাত, সিয়াম, যাকাত ও অন্যান্য আরো যেসব ইবাদাত রয়েছে, সেগুলোর পূর্বে দাওয়াত দিয়েছেন।

সুতরাং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা থাকার আপত্তি বা কারণ উল্লেখ করা যাবে না। কেননা সে মুসলিমদের মাঝে বসবাস করছে, কুরআন ও সুন্নাহর কথা শুনছে। অতএব কবরস্থ ব্যক্তিদের কাছে ফরিয়াদ করা, তাদের জন্য মানত করা, দোয়া করা, আরোগ্য কামনা করা ইত্যাদি বড় শিরক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা সম্পর্কে

প্রশ্ন (৯): আমাদের মাঝে দেখা যায়, কিছু কবরের উপর এক মিটার দৈর্ঘ্য ও অর্ধ মিটার প্রস্থের সিমেন্টের তৈরি ফলকে মৃত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা, মৃত্যু তারিখ ও কিছু বাক্য লেখা থাকে। যেমন: ‘ (اللهم ارحم فلان بن فلان) হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুকের প্রতি রহম করুন।’ এগুলোর বিধান কী?

উত্তর: কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা বৈধ নেই এবং তার উপর কোনো কিছু লেখাও বৈধ নেই। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর কোনো কিছু নির্মাণ করতে ও তার উপর লিখতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ .

কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম: ৯৭০)

ইমাম আত-তিরমিযী ও অন্যান্য ব্যক্তিপ্রমুখ সহীহ সানাদে এটি বর্ণনা করেছেন এবং একটু বৃদ্ধি করেছেন। তা হলো وأن يكتب عليه অর্থাৎ তার ওপর লেখা যাবে না। কারণ এটি মূলত বাড়াবাড়ি করা। সুতরাং তা নিষিদ্ধ হওয়া ওয়াজিব। কারণ সেখানে লিখার কারণে উঁচু করে কোনো কিছু তৈরি করার প্রয়োজন হবে, যা বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়াও এটি মূলত শরীয়তের নিষিদ্ধ বিধানের দিকে ধাবিত হওয়ার নামান্তর। কবরের মাটিকে তার উপর প্রায় এক বিঘত সমপরিমাণ উঁচু করতে হবে, যেন বুঝা যায় যে এটি একটি কবর। আর এটি হলো কবরের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি , যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। তার উপর মাসজিদ তৈরি করা অথবা তাকে আবৃত করা বা তার উপর গম্বুজ স্থাপন করা ইত্যাদি বৈধ নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

কবর তাওয়াফ করা এবং কবরবাসীদের কাছে দোয়া করা

প্রশ্ন (১১) : অনেক লোক রয়েছে যারা কবরের চতুর্পার্শ্ব তাওয়াফ করে ইবাদত করে এবং কবরবাসীদের কাছে দোয়া ও তাদের জন্য মানত ইত্যাদি যেকোনো ইবাদত পালন করে। এগুলোর বিধান কী?

উত্তর: এই প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত আমরা বলব কবরবাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত।

(১) এমন ব্যক্তি যে মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষেরা তার ভালো প্রশংসা করে। এটি তার জন্য ভালো আশা করা যায়। তবুও সে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের প্রতি মুখাপেক্ষী যে, তারা তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আর এই প্রকারটি আল্লাহ তা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন:

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ.

আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর: ১০)

অতএব কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার নিজের কিংবা অপরের কোন উপকার করতে পারবে না। তাহলে যে ব্যক্তি তার নিজের উপকারের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী; সে কিভাবে অন্যের উপকার করতে সক্ষম!?

শুধু জায়েয হতে পারে, মুস্তাহাব কখনোই নয়। এ কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাঁর দিকে আহ্বান করেননি। বরং তিনি মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করার দিকে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত মৃতব্যক্তির জন্য উৎসর্গের থেকে তার জন্য দোয়া করা অধিক উত্তম।

কবরের কাছে কুরআন পাঠ এবং তার কাছে দু'আ করা

প্রশ্ন: (২৬): কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করার বিধান কী এবং সেখানে গিয়ে মৃতব্যক্তির জন্য এবং তার নিজের জন্য দু'আ করার বিধান কী?

উত্তর: কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা বিদ'আত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর কোন সাহাবী কর্তৃক এ সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। আর যখন তাদের কারো পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি, তাহলে আমাদের জন্য উচিত হবে না যে, আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু তৈরি করব। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্ট। আর প্রত্যেক ভ্রষ্ট জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত। (সূনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭)

সুতরাং মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হলো, সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের অনুসরণ করা। তবে তারা হিদায়েতের উপর টিকে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন:

خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কথা। আর সর্বোত্তম হিদায়েত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়েত। (ইবনু তাইমিয়া প্রণীত মাজমাউল ফাতওয়া: খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৩২১)

অতঃপর মৃত ব্যক্তিদের জন্য তাদের কবরের পাশে দোয়া করা; এতে কোন সমস্যা নেই। অতএব মানুষ কবরের পাশে দাঁড়াবে এবং তার জন্য দোয়া করবে। যেমন সে বলবে:

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه،اللهم أدخله الجنة اللهم افسح له في قبره.

তবে মানুষ তার নিজের জন্য কবরের কাছে দোয়া করা; এই রকম যখন সে ইচ্ছা করবে, তখন তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সে দোয়া করার জন্য এমন স্থান নির্দিষ্ট করেছে; যা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী এবং কুরআন ও সুন্নাহ-তে তা বর্ণিত হয়নি। আর যখন কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তবে দোয়া করার জন্য যেকোন স্থানকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া অবশ্যই বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে।

সমাপ্ত